সেকালের ডেপুটি

BANGLADARSHAN.COM

দীনেন্দ্রকুমার রায়

॥এক॥

হীরালালবাবুর পিতা মুক্তালালবাবু, বল্লভপুরের নীলকুঠির দেওয়ানী করিয়া, ধনে মানে হরিপুর পরগণার মধ্যে ‘দিগ্‌গজ’ হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুক্তালালবাবুর শ্যালক ভঝহরি বলিত, ‘আমার ভগিনীপতি মাসে দেড়টা সদরালার সমান পয়সা উপার্জ্জন করেন।’ বস্তুতঃ, কুঠীর দেওয়ানী করিয়া, যেদিন মুক্তালালবাবুর কণ্ঠবিলম্বিত হরিনামের ঝুলিটি ঘুষের টাকায় পূর্ণ না হইত, সেদিন ‘মালাজপ’ মাঠে মারা গেল বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইত। হরিনাম করিয়া ঝুলি যদি টাকায় ভরিয়া না গেল, তাহা হইলে হরিনাম করিয়া ফল কি? যাহা হউক, কয়েক বৎসর চাকরী করিয়া মুক্তালালবাবু দুই সিন্দুক টাকা ও তিনখানি তালুক সঞ্চয়পূর্ব্বক সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করিলেও, তাঁহার একমাত্র পুত্র হীরালাল তাঁহার ‘কানুন্‌গো-গিরি’ চাকরীটির মায়া ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার পিতার মুরুব্বি কোদাল্‌কাটি ‘কান্‌সার্ণে’র ম্যানেজার জন্‌ষ্টন্‌ সাহেবের সুপারিসে হীরালাল সাবডেপুটীর পদে উন্নীত হইলেন। উপরওয়ালা হাকিমদের বশ করিবার মন্ত্র হীরালালের অজ্ঞাত ছিল না; তিনি মহকুমার জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হইতে কমিশনার সাহেব পর্য্যন্ত সকলকে ‘মাই লর্ড’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন; এবং পঞ্চাশ গজ তফাতে জুতা খুলিয়া নগ্নপদে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া বাদশাহী কেতায় কুর্ণিশ করিতেন; উপরওয়ালা হাকিমেরা তাঁহার এই অতি ভক্তি সাধুর লক্ষণ বলিয়াই মনে করিতেন। একালের হাকিমেরা তাঁবেদারের নিকট এতখানি খাতির সম্মান পান না বলিয়া অনেকেই চটিয়া যান।

BANGLADARSHAN.COM

হীরালালের কার্য্যদক্ষতাও প্রশংসনীয় ছিল। সুতরাং তিনি কয়েক বৎসরের মধ্যেই অনেক উচ্চ ‘গ্রেডের’ পক্ককেশ সবডেপুটীকে ডিঙ্গাইয়া, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী লাভ করিয়া বাঙ্গালী জন্ম সফল ও ধন্য করিলেন। তখন গ্রামের মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন বাচস্পতি খুড়া বলিলেন, ‘পুত্রে যশসি তোয়েচ নরণাং পুণ্যলক্ষণম্‌’—না হবে কেন, ছেলে কার? মুক্তালাল দাদা প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন।’

॥দুই॥

কয়েক বৎসর সদরে ডেপুটিগিরি করিয়া হীরালালবাবু মামুদনগর সবডিবিসনের ভার পাইলেন, এবং সেই বারই মহারানী ভিক্টোরিয়ার ‘হীরক জুবলি’ উপলক্ষে ‘রায় বাহাদুর’ নামক বাঙ্গালী-দুর্লভ খেতাবটি ব্যক্তিগত মর্যাদার নিদর্শন-স্বরূপ আজীবনকাল ভোগ করিতে পাইলেন। তাহার পরদিন হইতে হীরালালবাবুর পুত্র জহরলালের বন্ধুগণ তাহাকে ‘কুমার জহরলাল চট্টোপাধ্যায়’ সম্বোধনে আপ্যায়িত করিয়া, তাহার লাঙ্গুল স্থূল করিয়া দিল। ডেপুটী হীরালাল চট্টোপাধ্যায় রায় বাহাদুরের পুত্র কুমার জহরলাল চট্টোপাধ্যায় কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে এল. এ. পড়িত।

হীরালালবাবু মামুদনগর সবডিবিসনের ভার পাইবার পূর্ব্বে এই সবডিবিসনে সিবিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতেন। মফস্বলের লোক 'রাঙ্গামুখো' ম্যাজিষ্ট্রেটকে যেমন ডরায়—ভেতো বাঙ্গালী হাকিমকে তেমন ডরায় না; এমন কি সময়ে সময়ে তাহার সহিত তর্ক করে ও মুখের উপর জবাব দেয়। বিশেষতঃ মামুদনগর সবডিবিসনের এলাকায় কয়েকজন ইংরাজ কুঠিয়াল ছিলেন; তাঁহাদের আপত্তি সত্ত্বেও গবর্ণমেন্ট হীরালালবাবুকে সবডিবিসনের কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন। হীরালাল বুঝিলেন, এমনভাবে কাজ চালাইতে হইবে, যাহাতে কুঠিয়ালেরাও খুসি থাকেন, জনসাধারণও অসন্তুষ্ট না হয়।

হীরালাল নিষ্ঠাবান হিন্দুর পুত্র; কুলীন ব্রাহ্মণের সন্তান। অনেক দিন হইতে তাঁহার মাথায় একটা ছোটো টিকি ছিল, টিকিটি পুচ্ছ সঙ্কোচ করিয়া চুলের মধ্যে মিশিয়া থাকিত। একদিন পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কিম্বার্‌লি সাহেব, হঠাৎ তাঁহার এই কেশপুচ্ছের সন্ধান পাইয়া, তাঁহাকে 'হিদেন্' বলিয়া বিদ্রুপ করিয়াছিলেন; সেই দিন রাত্রিতেই হীরালাল গৃহপ্রাচীরবিলম্বিত দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কাঁচির সাহায্যে টিকির মূলোচ্ছেদ করেন, এবং চোগাচাপকানের পরিবর্ত্তে 'র‍্যাঙ্কেনের' দোকানে হ্যাট, কোট, টাই, কলার প্রভৃতির 'অর্ডার' পাঠাইয়া দেন। সপ্তাহ অতীত না হইতেই সবডিবিসনের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিল, ডেপুটী বাবু চোগা চাপকান ও 'সামলা' ছাড়িয়া হ্যাট্‌কোটে মজগুল হইয়াছেন।—পূর্ব্বে তিনি কুশাসনে 'আসনপিড়ি' হইয়া বসিয়া, পুঁইশাকের চচ্চড়ি ও কাঁচা কলাইয়ের ডাল দিয়া দক্ষিণ হস্তে ভাতের গ্রাস সপাসপ উদরগহ্বরে নিক্ষেপ করিতেন; কিন্তু এই ঘটনার পর তিনি টেবিলে আহার ধরিলেন, উভয় হস্তে কাঁটা-চাম্‌চে ও ছুরির ব্যবহার আরম্ভ করিলেন। একদিন তাঁহার কোর্টের প্রবীণ মোক্তার সদাশিব বাবু তাঁহার খাস্ কামরায় কাঁটা-চাম্‌চে ও পিরিচ-পেয়ালার পত্তন দেখিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিয়াছিলেন, 'হুজুরের এ যে কেঁচে গণ্ডুষ দেখিতেছি!'

BANGLADARSHAN.COM

হুজুর বৃদ্ধ মোক্তারকে শ্রদ্ধা করিতেন, কারণ মোক্তার মহাশয় প্রথম যৌবনে তাঁহার পিতার সহিত এক কুঠিতে চাকরী করিতেন, ও তাঁহাকে দাদা বলিয়া ডাকিতেন। সুতরাং মোক্তারবাবুর অনধিকার চর্চ্চা তিনি প্রসন্ন মনে ক্ষমা করিয়া কিঞ্চিৎ গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, 'বুঝেছেন সদাশিব বাবু, যেখানে যেমন, সেখানে সেই রকম ব্যবস্থা করিতে হয়। এ সবডিবিসনে চিরদিন জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরাই হাকিমী করে গিয়েছেন, সাহেবরা আমার খুব খাতির করেন বলেই আমাকে পাঠিয়েছেন। এখানে হামেসা সাহেব-সুবোর সঙ্গে দেখা হবে, তাদের নিমন্ত্রণ আস্‌টাও কর্‌তে হবে, 'পজিসন্' বজায় রাখতে চাই; কাজেই কাঁটা-চাম্‌ছে ধর্‌তে হয়েছে।' প্রতিভাশালী হীরালালবাবু কিছুদিনেই কাঁটা-চাম্‌চে চালনে সিদ্ধহস্ত হইয়া উঠিলেন। নিষিদ্ধ মাংসেও আর তাঁহার আপত্তি রহিল না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, একদিন তিনি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট-পদও 'অফিসিয়েট' করিতে পারেন,—তখন? ইহকালটা যে পরকালের আগে, ইহা বুঝিতে তিনি কোনও দিন গোলে পড়েন নাই।

কুঠিয়াল ব্রাউন সাহেব বড় রসিক ছিলেন। ডেপুটী হীরালালবাবু জয়েন্ট-ম্যাজিষ্ট্রেটের চেয়ারে বসিয়া ভোল বদল করিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহাকে একদিন অপদস্ত করিতে সাহেবের ইচ্ছা হইল। একটা সুযোগও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া জুটিল। ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের কিছু পূর্ব্বে কালেক্টর নিউবোল্ট সাহেব মামুদনগর সবডিবিসানে সফরে আসিয়া সরকারী 'ইন্‌স্‌পেক্‌সন বাঙ্গালায়' আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। নিউবোল্ড অত্যন্ত ন্যায়বান ও ধর্মভীরু ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট মহকুমা দেখিতে আসিয়াছেন শুনিয়া, মহকুমার জমিদারেরা তাঁহাকে বড় বড় ডালি পাঠাইতে লাগিলেন; ম্যাজিষ্ট্রেট সকলেরই ডালি ফেরত দিলেন। কিন্তু তিনি স্বদেশীয় নীলকর ব্রাউন্ সাহেবের নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।

ব্রাউন সাহেব কাঁকুড়গাছি কুঠির ম্যানেজার। প্রকাণ্ড কুঠি, ধুমধামও সেই রকম। মহকুমা হইতে কুঠি আট ক্রোশ দূরে। ম্যাজিষ্ট্রেটের নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কুঠি সুন্দর রূপে সজ্জিত হইল। রেল ষ্টেশন হইতে ডাক বসাইয়া 'পেলেটী'র হোটেলের উপাদেয় খানা ও কেল্নারের দোকান হইতে দেবভোগ্য সুধা আনীত হইল। দিগরে যত 'কুঠেল সাহেব' ছিলেন, সকলেই নিমন্ত্রিত হইলেন। সব-ডিবিসনাল অফিসের মহকুমার কর্ত্তা; বাঙ্গালী হইলেও তিনি নিমন্ত্রিত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট নিমন্ত্রণ রক্ষায় যাইবেন শুনিয়া, হীরালালবাবু পূর্ব্ব হইতেই কুঠিতে মোতায়েন রহিলেন। ব্রাউন সাহেব মহাসমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। হীরালালবাবু ব্রাউন সাহেবের সৌজন্যে মুগ্ধ হইলেন।

অপরাহ্নে দেউয়ানজি ব্রাউন সাহেবের সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ডেপুটী বাবুর খানার বন্দোবস্ত কিরূপ হইবে?'

ব্রাউন সাহেব বলিলেন, 'লোকটা শুনিয়াছি খাঁটী হিন্দু; কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে; উহার আহারের বন্দোবস্ত তোমার বাসায় হইবে; আমি তোমাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আয়োজনের কোনো ত্রুটি না হয়। যাহা যাহা আবশ্যক, কুঠি হইতে লইয়া যাইবে।'

BANGLADARSHAN.COM

দেওয়ানজী বলিলেন, 'তিনি আপনার অতিথি, আপনি তাহাকে এই কথা না বলিলে, কি আমার বলা ভাল দেখাইবে?'

মিঃ ব্রাউন বলিলেন, 'ভেরি গুড! তুমি তাহার সাথে দেখা করিয়া বল, আমার এখানে হিঁদুয়ানি রক্ষার সুবিধা হইবে না; তাই তোমার বাসায় তাঁহার আহারের যোগার করিয়াছি। খৃষ্টানের বাড়ীতে ব্রাহ্মণকে খাইতে বলিলে তাহার অপমান করা হয়। ভদ্রলোককে অপমানের জন্য নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। আমার বাৎ সম্ঝাইয়াছ?' দেওয়াল বলিলেন, 'হাঁ হুজুর! আমি ডেপুটী বাবুর তাম্বুতে চলিলাম।'

রায়বাহাদুর হীরালালবাবু তখন তাম্বুর বাহিরে 'ডেক চেয়ারে' বসিয়া অপরাহ্নের স্নিগ্ধ আলোকে কি একখানি বিলাতি 'নভেল' পাঠ করিতেছিলেন। দেওয়ানজি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সেলাম করিয়া দাড়াইতেই হীরালালবাবু কেতাবখানি কোলে ফেলিয়া মাথা তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি চাই?'

দেওয়ান্-মহাশয় সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়া তাঁহাকে ব্রাউন সাহেবের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন।

শুনিয়া ডেপুটীবাবুর ভ্রু ঈষৎ কুঞ্চিত হইল; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রাউন্ সাহেবের কামরায় আজ কোন্ কোন্ সাহেবের নিমন্ত্রণ আছে?

দেওয়ানজি সেই দিগরের সাতজন কুঠিয়াল সাহেবের ও খোদ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নাম বলিলেন।

হীরালালবাবু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, 'দেখ দেওয়ান্, সেকেলে বুড়োদের মত খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে আমার কোনও রকম 'প্রেজুডিস্' নাই; সাহেবকে আমার সেলাম দিয়া বল—তাঁহার টেবিলেই আমার আহার চলিবে; আমার আহারের ভিন্ন রকম ব্যবস্থার জন্য; তাঁহাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। আমার আহারের অসুবিধা হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া, তিনি যে তোমাকে আমার কাছে লোক পাঠাইয়াছেন, এ জন্য তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জানাইবে।—'অল্ রাইট', এখন যাইতে পার।'

ডেপুটীবাবু পুনর্ব্বার 'ক্যাম্বিসে' পৃষ্ঠস্থাপন করিয়া উপন্যাসে দৃষ্টিসংযোগ করিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার মন তখন কিঞ্চিৎ চিন্তিত। তিনি মনে মনে বলিলেন, 'তাই ত! সব্‌ডিবিসনাল অফিসার আমি; হ্যাটকোর্ট, সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা-চাম্‌চে ধরিয়াছি, তাম্বুতে বাস করিতেছি, তবু সাহেবেরা জানে না, জাত এখন আমার পেকেটে!'

দেওয়ান্ যথাসময়ে ব্রাউন্ সাহেবকে তাঁহার দৌত্যসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন; সকল কথা শুনিয়া সাহেবের রৌদ্রদগ্ধ লালমুখ তিনগুণ লাল হইয়া উঠিল। তিনি বিরক্তিভরে মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন, 'কি বেয়াদব! উহার জাতি যাইবে ভাবিয়া, আমি তোমার বাড়ীতে উহার খাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম! কিন্তু দেখিতেছি, উহার জাতির ভয় নাই, ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া যে খানার লোভে সমাজদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী, ভিন্ন জাতির উচ্ছিষ্টভোজী হইতে পারে,—সে মহকুমার হাকিম হইলেও, আমি তাহাকে আমার 'ডিনার টেবিলে' স্থান দিতে পারি না। তবে সে আমার খানা খাইয়া পরকাল নষ্ট করিতে চাহে, আমার তাহাতে আপত্তি নাই; তুমি আমার খান্‌সামাকে বল—আমার গোসলখানার মধ্যে একটা ছোট টেবিল দিয়া হীরালালকে খাইতে দেয়। 'হ্যাম্, অক্‌স্-টং' প্রভৃতি যা যা আসিয়াছে, সব দিবার ব্যবস্থা করিও।'

BANGLADARSHAN.COM

নির্দ্দিষ্ট সময়ে সাহেবরা মজলিস্ ছাড়িয়া ডিনার-টেবিলে যাইবেন, এমন সময় দেওয়ানজি ডেপুটী-বাবুকে বলিলেন,—'আপনার ডিনারের যায়গা ঐদিকে হইয়াছে,—আমার সঙ্গে আসুন।'

ডেপুটীবাবু অতিমাত্র বিস্মিত—কতক্‌টা মর্ম্মাহত হইয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে একবার অগ্রগামী ব্রাউনের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, মিঃ ব্রাউন তখন কালেক্টর বাহাদুরকে প্রধান অতিথিরূপে সঙ্গে লইয়া ভোজন-কক্ষের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন; ডেপুটীবাবুর করুণ দৃষ্টি তিনি লক্ষ করিলেন না।

ডেপুটীবাবু তখন ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অন্য দিকে আমার খাবার যায়গা হলো কেন?'

দেওয়ানজি বলিলেন, 'সাহেবের হুকুম। তিনি বলেন, আপনি নৈকষ্য কুলিনের ছেলে, এক টেবিলে আপনাকে লইয়া খাইলে আপনার জাতিপাত হইবে, ইহা তাঁহার ধর্মে বরদাস্ত হইবে না।'

ডেপুটী চটিয়া বলিলেন, 'ওঃ ভারি ত ধর্ম্মজ্ঞান!—তা কোথায় আমার খাবার যায়গা হয়েছে!'

দেওয়ানজি বলিলেন, 'সাহেবের ঐ গোসলখানায়। আমি চেয়ার-টেবিল, কাঁটা-কাচ্‌মে সবই যোগাড় করে রেখেছি। হুজুর সেখানে যাইবামাত্র ছিদাম-মেথর আপনার খানা নিয়ে আসবে।'

ডেপুটীবাবু নীলাভ মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছিদাম কি?'

দেওয়ানজি অধিকতর বিনয়বিনম্রবদনে বলিলেন, 'ছিদাম-মেথর। আজকাল সেই আমাদের এসিষ্টান্ট বাবুর্চ্চি। বেটা জাতে মেথর বটে, কিন্তু শুনেছি রসুই করে যেন আমৃত! আপনি একদিন তার হাতে খেলে জীবনে তার আস্বাদন ভুলতে পারবেন না। আমাদের গফুরুদ্দীন বাবুর্চ্চি বলে, ছিদাম এমন চমৎকার ষাঁড়ের ডালনা পাক্ করতে পারে যে–'

ডেপুটীবাবু হতাশভাবে বলিলেন, 'আমার ক্ষুধা নাই।'

দেওয়ানজি বলিলেন, 'ক্ষুধা না থাকিলেও একবার বসিতে হইবে। আপনি যদি অনাহারে চলিয়া যান, তাহা হইলে সাহেব কি মনে করিবেন? আর কালেক্টার সাহেবও ভাবিতে পারেন,–কি আশ্চর্য্য! এতবড় একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট–তাহার এত কুসংস্কার! দেখুন হুজুর, আপনাকে বুঝাই, এরূপ আমার শক্তি নাই, আমার পক্ষে তা শোভাও পায় না, চলুন, আর বিলম্ব করিবেন না।'

গোসলখানায় বসিয়া হীরালালবাবু সাহেবী ডিনার আহার করিয়া, চতুর্ভুজ হইলেন কি না, জানিতে পারি নাই; কিন্তু কিন্তু ছিদাম-মেথরের রন্ধন-নৈপুণ্য জীবনে ভুলিতে পারেন নাই।

BANGLADARSHAN.COM

॥তিন॥

মামুদনগরে একটি এন্ট্রেস স্কুল আছে। হাতকাটা বড়লাট লর্ড হার্ডিং বড় বিদ্যানুরাগী রাজ প্রতিনিধি ছিলেন; ভারতে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের তিনি বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন, তাই তাঁহার আমলে বঙ্গদেশের অনেক নগরে ও গণ্ড গ্রামে ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মামুদনগরের এন্ট্রাস স্কুলটিও সেই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং স্কুলটি বনিয়াদি।

কিন্তু সুদীর্ঘ কালেও এই বিদ্যালয়ের অট্টালিকা করিবার সুবিধা হয় নাই; খড়ের আটচালাতেই গ্রাম্য বালকেরা লেখাপড়া শিখিত। কিন্তু হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর এই বনিয়াদি বিদ্যামন্দিরটি ব্রহ্মার কুক্ষিগত হইল! অদূরস্থিত গোপপল্লীতে সাঁজালের আগুন কেমন করিয়া রামচন্দর ঘোষের পাঁচচালা ঘরের কঞ্চির বেড়ায় ধরিয়া যায়, তাহার সন্ধান না হইলেও সেই আগুন বহু গৃহস্থের খড়ের ঘর দগ্ধ করিয়া, অবশেষে বিদ্যালয়টিকেও ভস্মীভূত করিল। বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সাহায্যে শিক্ষক-মহাশয়েরা কয়েকখানি চেয়ার, বেঞ্চি, টেবিল ও বোর্ড ভিন্ন আর কিছুই বহ্নিমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই।

বিদ্যালয়টি দগ্ধ হওয়াতে গ্রামের অধিবাসিগণ বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন; কিন্তু গ্রামবাসিগণের অধিকাংশেরই অবস্থা সচ্চল নহে, গ্রামে ধনাঢ্যের সংখ্যাও অল্প। স্কুক-কমিটীর মেম্বারগণ সভা করিয়া চাঁদা-সংগ্রহের চেষ্টা করিতে

লাগিলেন; উদ্দেশ্য স্কুলঘরটি পাকা করিবেন। কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করিয়াও চাঁদার খাতায় 'সাতানব্বই টাকা দশ আনা'র অধিক স্বাক্ষর হইল না। চাঁদা-সহি করিবার ভয়ে যে সকল গ্রামবাসী সভায় যোগদান করেন নাই, তাঁহারা নিস্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না; খাতা তাঁহাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিল। কিন্তু বিশেষ কোন ফল হইল না। বিদ্যালয়টি পাকা করিতে হইলে অন্ততঃ দুই হাজার টাকার আবশ্যক; সাতানব্বই টাকা দশ আনায় কি হইবে? গ্রামবাসী শিক্ষিত ভদ্রলোকগণের মনস্তাপের সীমা রহিল না। চারিদিকে দশ ক্রোশের মধ্যে আর একটিও এন্ট্রেস স্কুল ছিল না; অথচ জেলার সদরে বা কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে ছেলে রাখিয়া, তাহাদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন, এরূপ আর্থিক অবস্থা কয় জনের? স্কুল কমিটীর মেম্বারেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া অবশেষে সবডিবিসনাল অফিসার হীরালালবাবুর শরণাপন্ন হইলেন। হীরালালবাবু সকল কথা শুনিয়া স্কুলের সম্পাদক মহাশয়কে বলিলেন, "মামুদনগর সবডিবিসনের এলাকায় এই একটি মাত্র এন্ট্রেস স্কুল; মফঃস্বলে বড় লোকের অভাব নাই, তাহাদের নিকট চাঁদা আদায়ের কোনও চেষ্টা করিয়াছ?"

স্কুল সম্পাদক নীলকমলবাবু বলিলেন, "চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই হুজুর! এ এলাকার যে সকল বড়লোক আছেন, তাঁহাদের সকলকেই পত্র লেখা হইয়াছে; কিন্তু চাঁদা দেওয়া দূরের কথা—তাঁহারা পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই! সুবলপুরের হারাধন সাধু আমাদের এ দিগরের মধ্যে প্রকাণ্ড মহাজন; জমিদারী, মহাজনী, তেজারতী প্রভৃতিতে তাঁহার আয় বার্ষিক ৫০/৬০ হাজার টাকার কম নয়; তাঁহার নিকট কিছু চাঁদার প্রত্যাশায় চিঠি দিয়া লোক পাঠাইয়াছিলাম; তাঁহার ঘরের উকীল রাখালদাস বাবুও তাঁহাকে অনুরোধ-পত্র দিয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, 'এবার ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা বড় মন্দা। অজন্মা বৎসর—প্রজার ঘরে ভাত নাই, মাল-গুজারী সংগ্রহ করিতেই তাঁহাকে বেগ পাইতে হইতেছে,—চাঁদা দিবেন কোথা থেকে?—তিনি কিছুই দেন নাই।"

BANGLADARSHAN.COM

ডেপুটীবাবু বলিলেন, "বটে! আর কোথাও লোক পাঠাইয়াছিলে?"

সম্পাদক বলিলেন, "হাঁ হুজুর, দধিহাটের চৈতন্য চৌধুরী মস্ত বড় লোক। ছেলের অন্নপ্রাশনে তিনি থিয়েটার, যাত্রা, আর খেম্‌টা-নাচে সেবার পাঁচ-সাত হাজার টাকা খরচ করিয়াছিলেন; কিন্তু আমাদের 'স্কুল-বিল্ডিং' কর্ত্তে তিনি পাঁচ টাকাও দিতে পারিলেন না। সে দিন তিনি একটা মামলা করিতে পালকী হাঁকাইয়া এখানে আসিয়াছিলেন; আমরা তাঁহাকে চাঁদার জন্য ধরিলে তিনি বলিলেন, 'যত ছোট লোকের ছেলে স্কুলে দু'পাতা ইংরেজী শিখে গোল্লায় যাচ্ছে। বাপ্‌দাদাকে মান্‌চে না, গুরুজন দেখ্‌লে মাথা নোয়ায় না। ইংরেজী শিখে ত এই লাভ?—আমি এক পয়সা চাঁদা দিচ্ছিনে।"

ডেপুটীবাবু বলিলেন, "বটে! আচ্ছা স্কুলে ইমারত নির্ম্মাণের জন্য দু'হাজার টাকার আবশ্যক, আমি তার জন্য দায়ী রহিলাম। টাকা আমার কাছে পাইবে। এতদিন বলিতে হয়! তা নিতান্ত দায়ে না ঠেকিলে ত তোমরা আমার কাছে আসিবে না। আরে ভায়া, বাঁকা আঙ্গুল নৈলে কি ঘি বেরোয়? আমি তোমাদের টাকা আদায় করিয়া দিব।"

স্কুলের সম্পাদক ও অন্যান্য ভদ্রলোকেরা আশ্বস্ত চিত্তে গৃহে ফিরিলেন। তাঁহারা জানিতেন, ডেপুটীবাবু ঘি বাহির করিতে আঙ্গুল বাঁকাইতে জানেন।

॥চার॥

দধিহাটার জমিদার চৈতন্যচরণ চৌধুরী মহকুমার মধ্যে একজন প্রধান সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। তাঁহার পিতামহ ভরতারণ চৌধুরী কমলার কৃপায় সামান্য জোতদারী হইতে সুবৃহৎ জমিদারীর মালিক হইয়াছিলেন। স্বকীয় চেষ্টায় এক-পুরুষে এরূপ অগাধ সম্পত্তি অর্জ্জনের দৃষ্টান্ত অত্যন্ত বিরল বলিয়া, গ্রামের নিষ্কর্ম্মা লোকেরা বলাবলি করিত 'তারণ'-চৌধুরী তাঁহার বস্তুভিটার নীচে যক্ষের ধন পাইয়াছেন। কেহ কেহ বলিত, যক্ষের ধন পাওয়া-টাওয়া সব মিথ্যা কথা। বিশে ডাকাত, ডাকাতি করিয়া যে সকল সোণা-রূপা লুটিয়া আনিত, 'তারণ চৌধুরী' তাহার 'কিনারা' করিয়া দিত বলিয়া, রীতিমত বখ্‌রা পাইত; সেই জন্যই হঠাৎ এমন ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। এ সকল জনরবের মূলে কোনও সত্য আছে কি না, বলা যায় না; তবে 'তারণ'-চৌধুরীর পৌত্র চৈতন্যবাবু সৎ ও অসৎ নানা উপায়ে পৈত্রিক সম্পত্তির পরিমাণ অনেকাংশে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

চৈতন্য-চৌধুরীর চালানী কারবার ছিল। তাঁহার জমিদারীতে যে সকল গোধূম, মসিনা, ছোলা, সর্ষপ প্রভৃতি রবিশস্য ও পাঠ উৎপন্ন হইত, তাঁহার প্রজারা তাহা অন্য কোনও মহাজনের নিকট বিক্রয় করিতে পাইত না। শস্য পাকিবার পূর্ব্বে তাঁহার নায়েব-গোমস্তারা তাহার দর ঠিক করিয়া বায়না-স্বরূপ কিছু টাকা 'দাদন' দিয়া রাখিত; ফসল কাটা-নাড়া হইবামাত্র তাহা তাহারা 'খোলা' হইতে পাইক-বরকন্দাজ মারফৎ জমীদারের গোলায় মজুত করিত। ইহাতে কৃষিজীবী প্রজাদের যথেষ্ট ক্ষতি ও অসুবিধা হইত। একটা দৃষ্টান্ত দিই। প্রজার ক্ষেতে ছোলা হইয়াছে; নায়েব-মহাশয় প্রজাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলেন, যত মণ ছোলা উঠিবে, জমিদার তাহার মূল্য প্রতি মণ সাত সিকা—কি এক টাকা চৌদ্দ আনা হিসাবে দিবেন। উৎপীড়নের ভয়ে বা উঠবন্দী ফসলী-জমি হস্তচ্যুত হইবার আশঙ্কায়, প্রজারা ক্ষেতের ফসল সেই দরেই বিক্রয় করিয়া ফেলিত। শেষে দেখা গেল, বাজারে ছোলার দর তিন টাকা হইয়াছে। তখন কাঁদাকাটি করিয়াও জমিদারের নিকট এক পয়সা বেশী আদায় করিতে পারে না। চৈতন্যবাবু প্রতি বৎসর এই ভাবে প্রজাবর্গকে শোষণ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহার প্রতাপে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়; অসহায় দুর্ব্বল প্রজা এ অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে পারে না।

কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। তাছের মণ্ডল চৈতন্য-বাবুর তালুকভুক্ত বিদ্যাধরপুরের একজন মাতব্বর প্রজা। সে তাহার গ্রামবাসী দুই চারিজন অবস্থাপন্ন প্রজার সহিত পরামর্শ করিয়া, বাজার-দর অপেক্ষা কম দরে জমিদারকে ফসল বিক্রয় করিতে রাজী হইল না। তাহারা নানা রকম ওজর-আপত্তি করিয়া, আগাম দাদন লইতে অস্বীকার করিল; এবং জমিদারের বরকন্দাজ পাইককে হাঁকাইয়া দিয়া, খোলা হইতে ফসল 'মাড়িয়া' ঘরে আনিল। ডিহি বিদ্যাধরপুরের নায়েব পঞ্চানন বিশ্বাস তাছের মণ্ডল-দিগরের এই স্পর্দ্ধার কথা চৈতন্যচরণের গোচর করিল।

নায়েবের পত্র পাঠ করিয়া ক্রোধে চৈতন্যচরণের চৈতন্য লোপ হইল। তিনি সেই দিনই অপরাহ্নকালে অশ্বারোহণে বিদ্যাধরপুরের ডিহি কাছারীতে উপস্থিত হইলেন, এবং চারিজন বরকন্দাজ পাঠাইয়া 'পালের গোদা' তাছের মণ্ডল ও তস্য 'চাচাতো' ভাই কেরামতুল্লা মৃধাকে কাছারী-বাড়ীতে ধরিয়া আনাইলেন। চৈতন্যচরণ নায়েব, গোমস্তা, মুহুরী, হাল্‌সানা প্রভৃতি কর্ম্মচারীবর্গের সমক্ষে বিদ্রোহী প্রজাদের উপর 'মার্সাল ল' জারি করিলেন; নায়েবের প্রতি আদেশ হইল, অপরাধীদের প্রত্যেকের পিঠে পাঁচ পাঁচ জুতা এবং তাহাদের প্রত্যেকের পঁচিশ পঁচিশ টাকা জরিমানা। নায়েব পঞ্চু বিশ্বাস নিজের পায়ের জুতা খুলিয়া, তাহার প্রচণ্ড আঘাতে তাছের মণ্ডলদিগরের শরীর 'বেজুত' করিয়া ছাড়িয়া দিল।

তাছের মণ্ডল পয়সাওয়ালা লোক। চাষী গৃহস্থ হইলেও গ্রামে তাহার খাতির মর্য্যাদা ছিল। বিশেষতঃ গ্রামের পঞ্চায়েৎ নুর মহম্মদ জোয়ার্দ্দার তাহার 'মামু' হইত। তাছের মণ্ডল জুতা খাইয়া, তাহার মামুর পরামর্শে স্বয়ং মহকুমায় উপস্থিত হইয়া, এক ফৌজদারী মামলা রুজু করিয়া দিল। রায় বাহাদুর হীরালাল চট্টোপাধ্যায় ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মামলা। হীরালাল বাবু জমিদার চৈতন্যচরণ চৌধুরী ও তস্য নায়েব পঞ্চানন বিশ্বাসকে আসামী করিয়া আদালতে হাজির হইবার জন্য তলব দিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

॥পাঁচ॥

বৈশাখ মাসের শেষ ভাগ। আম-কাঁঠাল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। চৈতন্যচরণ প্রতিবৎসর মহকুমার দেবতাদের সুপক্ক আম-কাঁঠাল ও অন্যান্য বহু সামগ্রীপূর্ণ 'ডালি' পাঠাইয়া পূজা করিয়া থাকেন। ডেপুটী, মুন্সেফ, হইতে আরম্ভ করিয়া, তাঁহাদের সেরেস্তাদার, পেস্কার এবং থানার দারোগা, জমাদার এমন কি, জমিদারের বেতনভোগী উকিল মোক্তার পর্যন্ত কেহই এ পূজায় বঞ্চিত হন না। চৈতন্যচরণ যে বৎসর হীরালালবাবুর এজলাসে প্রজাপীড়ন অভিযোগে অভিযুক্ত হইলেন, সে বৎসরও হাকিম মজ্‌গুরার নিকট যথারীতি 'ডালি' প্রেরিত হইল। কিন্তু ডেপুটী বাবুর নিকট যে ডালি গেল, তাহার ঘটা অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা কিছু অধিক হইল। একদিন প্রভাতে চৈতন্যচরণের আম্‌মোক্তার নিত্যানন্দ পাঠক ভারীর কাঁধে সেই ভার চাপাইয়া, জমিদার বাবুর প্রতিনিধি স্বরূপ ডেপুটী-বাবুর কামড়ায় পূজা দিতে চলিলেন।

ডেপুটী হীরালালবাবু তাঁহার উপবেশন-কক্ষে বসিয়া সেই দিনের ডাকে প্রাপ্ত 'ইংলিশম্যান্' খানি পাঠ করিতে ছিলেন। নিত্যানন্দ পাঠক সসঙ্কোচে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া, হাঁটু পর্য্যন্ত মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইতেই হীরালালবাবু কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া, ভ্রুভঙ্গী-সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?"

নিত্যানন্দ ঢোক গিলিয়া বলিল, "আজ্ঞে, চৈতন্যচরণ বাবু কিছু 'ভেট' পাঠিয়াছেন। হুজুরকে তাই দিতে এসেছি।" নিত্যানন্দের ইঙ্গিতে ভারী বাঁক হইতে প্রকাণ্ড ঝোড়া দুইটি নামাইয়া দ্বারপ্রান্তে রাখিল। পাকা আম, পাকা কাঁঠাল,

‘গের্দ্দা বালিসের’ মত এক জোড়া সুপক্ক তরমুজ, চম্পক-বর্ণাভ দুই ছড়া পাকা মর্ত্তমান কলা,–সে ত কলা নয় যেন এক একটা বোম্বাই মূলা! আমড়ার মত মোটা মোটা শ’দুই লিচু, গণ্ডা পাঁচেক কমলা লেবু, আরও কত রকম ফল;–দেখিয়া হীরালাল বাবুর চক্ষু দুটি মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তিনি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, “কোথাকার চৈতন্যচরণ বাবু?”

নিত্যানন্দ আম্‌মোক্তার বলিল, “দধিহাটার জমিদার চৈতন্যচরণ চৌধুরী। তিনি ত হুজুরের অপরিচিত নন!”

হীরালাল বাবু অবজ্ঞাভরে বলিলেন, “দধিহাটার চৈতন্য চৌধুরী? হাঁ, তাকে জানি বৈ কি! তার মত অত্যাচারী প্রজাপীড়ক জমিদার আমার সবডিবিসনে দ্বিতীয় নাই। আমার এজলাসে তার বিরুদ্ধে একটা সঙ্গীন মামলা ঝুলছে, তা জেনে শুনেও সে কি মতলবে আমাকে ডালি পাঠিয়েছে? তুমি ঘুষ দিতে এসেছ?”

নিত্যানন্দ তাড়া খাইয়া একেবারে বেকুব হইয়া গেল। চাদরের মুড়াটা কাঁধ হইতে টানিয়া লইয়া সে তাহার কপালের ঘাম মুছিল; তাহার পর বলিল, “হুজুর এমন কথা বল্‌বেন না। হুজুরেরই সব দেওয়া-থোয়াটা কেবল বেশীর ভাগ। আমাদের কর্ত্তারা আম উৎসর্গ না করিয়া পাকা আম মুখে দিতেন না; এখন বাপ-দাদাকে আর আম উৎসর্গ করি না, আপনারাই আমাদের বাপ-দাদা, তাই আপনাদের কাছেই ‘উচ্ছুগ্‌গু’ করি। যে নিয়ম বাঁধা আছে–সেই নিয়মেই ত হুজুর–চৈতন্য বাবু কাজ করেছেন।”

BANGLADARSHAN.COM

হীরালাল বাবু ‘ইংলিশম্যান্‌’খানা সরোষে টেবিলের উপর নিক্ষেপ করিয়া নিত্যানন্দকে বলিলেন, “ড্যাম ইয়োর চৈতন্য বাবু’; এবার আমি তাকে চৈতন্য দান্‌ করবো। সেই ‘রাস্কেল’ আমাকে দুটো কলা-মূলো ঘুষ দিতে চায়? এত বড় তার ‘ধাষ্টেমো!’ আমি খবর পেয়েছি, সে মামলা করতে এখানে এসেছে। সে নিজে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে না? এত বড় তার গোস্তাকি! তোমার ও কলা-মূলা ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আর বালিসের মত ও দুটো কি? তরমুজ! আমি ওর চেয়ে অনেক বড় ঢের ঢের তরমুজ দেখেছি। আম্‌মোক্তার দিয়ে ঘুষ পাঠিয়ে সে আমাকে চতুর্ভুজ করেছে! তাকে আজ বৈকালেই আমার সঙ্গে দেখা করতে বল্‌বে। যদি সে রাজি না হয়, তা হলে আমি তাকে হাজতে দেব।”

নিত্যানন্দ প্রণাম করিয়া ভেট সহ প্রস্থান করিল। যে ‘বাঁকি’ বাঁক লইয়া আসিয়াছিল, সে নিত্যানন্দের অনুসরণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু মশায়, এ হাকিমডা ভেটগুলো নেলে না কেন? ও বাবা, হুজুরের কি চড়া চড়া বোল। মনে হতে লাগ্‌লো আমাদের কুলে দাম্‌ড়াডার মতোন হাকিম সায়েব বুঝি বা গুঁতোতে আসে!”

নিত্যানন্দ কষ্টে হাস্য-সংবরণ করিয়া বাড়ী ফিরিল।

॥ছয়॥

সেই দিন অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকার সময় চৈতন্য বাবু হীরালালবাবুর কুঠিতে আসিয়া, একজন চাপরাসীর হাতে নামের কার্ডখানি দিলেন।

বৈশাখ মাসের শেষ; তখনও অনেকখানি বেলা ছিল। জোরে বাতাস বহিতেছিল, কুঠির আঙ্গিনায় গোটা দুই ঝাউ গাছ ছিল; তাহাদের শাখা-পত্রের আন্দোলনে 'সন্ সন্' শব্দ হইতেছিল। কামিনীর পাতাগুলি ফুলের ভারে ঢাকিয়া গিয়াছিল; সৌরভে বায়ুপ্রবাহ সুরভিত; জাম গাছে কতকগুলি পাখী কালো জামের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, অর্থহীন কাকলীতে নৈশ আকাশ ধ্বনিত করিতেছিল। কিন্তু সেদিকে চৈতন্যবাবুর লক্ষ্য ছিল না। তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে বারান্দায় দণ্ডায়মান হইয়া, ডেপুটি বাবুর আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

হীরালাল বাবু তখন কামরার মধ্যে সব-ডেপুটী বাবুর সঙ্গে কালেক্টরের কি একখানা জরুরী পত্রসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। সেদিন বৃহস্পতিবারের বারবেলা চৈতন্য-বাবুর তাহা স্মরণ ছিল না। তাঁহার 'কার্ডখানি দেখিয়া হীরালাল বাবু বলিলেন, "এক ঘণ্টা খাড়া রহেনে বোলো।"

সেই জলদগম্ভীর স্বর চৈতন্য বাবুর কর্ণগোচর হইল। চাপরাসী বক্‌শিসের প্রত্যাশী; সে হুজুরের এত কড়া হুকুম প্রতিধ্বনিত না করিয়া বলিল, "হুজুর কাজে ব্যস্ত আছেন, আপনি ঐ চেয়ারখানাতে একটু বসুন। সময় হ'লে আপনাকে খবর দিবেন।"

BANGLADARSHAN.COM

হুজুর দাঁড়াইতে বলিয়াছেন, চৈতন্যবাবু বসিতে পারিলেন না। ভাবিতে ভাবিতে চট্ করিয়া তাঁহার মনে পড়িল,– আজ 'বিস্যুৎবারের বারবেলা!'

সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেও কবিবর দ্বিজেন্দ্রলালের গান মনে পড়িল–"বিষ্যুতবারের বারবেলায় যে আমার জন্ম হৈল!"

আধঘণ্টা পরে সব-ডেপুটী বাবু সেই কক্ষ হইতে বাহির হইলেন। হীরালাল বাবুর কামরার টেবিলে ইলেক্‌ট্রিক বেল্ 'টুং টুং' শব্দ করিল। এবার আলী চাপরাসী তৎক্ষণাৎ 'হুজুর' বলিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল।

হীরালালবাবু তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন–"বাবুকে পাঠাইয়া দে।"

চৈতন্যবাবু কক্ষে প্রবেশ করিয়া, হীরালাল বাবুকে একটি প্রণাম ঠুকিয়া, টেবিলের ধারে মাটির পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হীরালালবাবু তখন 'ইংলিশম্যান্' মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন। মিনিট দুই পরে মাথা তুলিয়া বলিলেন, "কি চৈতন্যচরণ যে! তাড়া খেয়ে বুঝি এদিকে আসা হয়েছে? আমি যে একটা বিদেশী লোক তোমাদের হিল্লায় পড়ে আছি–তা এখানে এসে মধ্যে মধ্যে, খোঁজ খবরটা ত নিতে হয়। ও কি! দাঁড়িয়ে রইলে কেন, ঐ চেয়ারখানায় বোস।"

প্রস্তরীভূত চৈতন্যচরণ হঠাৎ চলৎশক্তি পাইয়া কম্পিতপদে অগ্রসর হইলেন। চেয়ারে বসিয়া বলিলেন–"হুজুরই আমাদের অভিভাবক। আপনার আশ্রয়ে আমরা নির্ভাবনায় আছি। আমাদের সব সুখে রেখেছেন।"

হীরালালবাবু বলিলেন, "তা সুখে আর রাখ্‌তে দিলে কৈ?–যে ফৌজদারীতে পড়েছ! এবার যে রক্ষা পাও, এমন ত আশা দেখ্‌চি নে।"

চৈতন্যচরণ বাবু জড়িত স্বরে বলিলেন, "আজ্ঞে, আমার কোন অপরাধ নাই, ঐ নায়েব বেটাই আমাকে ফাঁসিয়েছে।"

হীরালালবাবু বলিলেন, "সাক্ষীর মুখে তোমার অপরাধ প্রমাণ হবে। আপাততঃ তোমাকে হাজত থেকে কি করে বাঁচাই, আইনের কেতাব ঘেঁটে তার ত কোনও ফন্দী পাচ্ছি নে।–তা তুমি ব্যারিষ্টার দিচ্ছ ত?"

চৈতন্যচরণ বলিলেন, "আমার উকিল সদাশিব বাবু বলেছেন, ঘোষ সাহেবকে আনাই কর্ত্তব্য।"

হীরালালবাবু বলিলেন, "কত দিতে হবে তাঁকে?"

চৈতন্যচরণ বলিলেন, "ডেলি তিনশো টাকার কম তিনি এখানে আস্‌তে রাজি নন; তাতেই সম্মত হয়ে তাঁকে মামলার দিন সঙ্গে করে আন্‌তে আমরা তাঁহাকে পত্র লিখছি। আরও লিখেছি, সে যেন আমার দ্বিতীয় পত্র না পেলে ব্যারিষ্টারের সঙ্গে বন্দোবস্ত না করে।"

BANGLADARSHAN.COM

হীরালালবাবু বলিলেন, "মামলা শেষ হতে দশ দিন লাগ্‌বে। তা হলেই দেখ, ব্যারিষ্টারকে দিতে হবে–তিন হাজার টাকা।–তা দু'হাজার টাকার ত কথাই নাই। তার পর, ধর তোমার হাজতের হুকুম হোলে, সে হুকুম রদ করবার জন্য উপরে চেষ্টা করতে হবে, তখনও ব্যারিষ্টার চাই;–সেও ধর–পাঁচশো। তা, এই সাড়ে তিন হাজার টাকা খরচ করেও, তোমার হাজত থেকে উদ্ধার-লাভের উপায় নাই। বড়ই দুঃখের বিষয়।"

চৈতন্যবাবু একথায় অচেতনপ্রায় হইলেন, মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি ভগ্নস্বরে বলিলেন, "হুজুর রাখিলে রাখিতে, মারিলে মারিতে পারেন।–আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, আমাকে বধ করে কি লাভ হবে হুজুরের?"

হীরালালবাবু হাসিয়া বলিলেন, "লাভঃ পরম গোবধঃ।–আমার লাভ নাই, কিন্তু তোমার ধনক্ষয়ের বহর দেখে আমার দুঃখ হচ্ছে।–মামলায় যদি অপরাধী সাবাস্ত হও–তা'হলে জেলখানায় না গেলেও হাজার খানেক টাকা জরিমানা ত আর ফাঁকি দিতে পারবে না।–তবেই ধর, সাড়ে চারি হাজার গেল–তার উপর যদি আপীল কর, চারি হাজার পাঁচ হাজারের উপর উঠ্‌বে।"

চৈতন্যবাবু মৃতকল্প হইয়া ছল ছল নেত্রে বলিলেন, "হুজুর, আমাকে এ যাত্রা রক্ষা করুন।"

হুজুর হাসিয়া বলিলেন, "আমি তোমাকে রাখ্‌বার মারবার কে?–আইনে আমার হাত-পা বাঁধা।–তুমি বাবু, দু' ঝোড়া কলা-মূলো ঘুষ পাঠিয়ে আমাকে ভুলোবার চেষ্টা করেছ; আমি কি সেই পাত্র!–ঠিক তোমার হাজত হবে।"

চৈতন্যচরণ আর্ত্তনাদ করিলেন, “হুজুর আমাকে রক্ষা করুন।”

হীরালালবাবু বলিলেন, “দেখ চৈতন্যচরণ! তুমি স্বীকার কর আর না কর, তুমি অপরাধ করেছ, তা বুঝেছি। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়া আবশ্যক, আর কত বড় বংশে তোমার জন্ম! দানধ্যানে তোমরা চিরবিখ্যাত। তুমি আমাদের এই স্কুলটা পাকা করবার জন্যে কিছু ইট কিনে দাও না। টাকাটা দিলেই আমরা ইট কিনে নিতে পারি, তোমাকে আর সে সব ঝঞ্ঝাট সহ্য করতে হবে না।”

চৈতন্যচরণ বলিলেন, “কত টাকা?”

হীরালালবাবু বলিলেন, “তোমাকে কি দু’ পাচ হাজার দিতে বল্‌চি? সব জিনিসই হয়েছে দুর্মূল্য; তা তুমি হাজার খানেক টাকা দিও, তা হলেই অনেকটা সাহায্য হবে।”

চৈতন্যবাবু বলিলেন, “হা-জা-র টা-কা!”

হীরালালবাবু বলিলেন, “হাজার টাকা শুনে যে অচৈতন্য হবার উপক্রম করলে! পাঁচ হাজার টাকা বেরিয়ে যাচ্ছিল–সে ভাল! আর এই হাজার টাকায় দেশের একটা মস্ত উপকার হবে–এ কাজটা তুমি পার্‌বে না? তা পারবে কেন–বাবু-বাছা বলে ত তোমাদের পারবার যো নাই,–‘কুটুম্ব’ না বল্‌লে আর খুশী হও না।”

চৈতন্যবাবু বলিলেন, “আজ্ঞে আমি তাই দেব–আমার মামলাটা”

BANGLADARSHAN.COM

হীরালালবাবু বলিলেন, “খবরদার, আমার কামরায় এসে মামলা-মকদ্দমার কথা তুলো না। আদালতে, উভয় পক্ষের সাক্ষাতে, তোমার যা বলবার আছে বল্‌তে পার।”

চৈতন্যবাবু বলিলেন, “চাঁদার কথাটাও?”

হীরালালবাবু বলিলেন, “না, ঐটে বাদ। চাঁদাটা ত আর তোমার সাফাই নয়।”

॥সাত॥

সেই দিন সন্ধ্যার পর চৈতন্যবাবু একশত টাকার দশ কেতা নোট হীরালাল বাবুর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ইংরেজী স্কুলের সম্পাদক ও স্কুল-কমিটীর প্রেসিডেন্ট, ডাক্তার ভবকিঙ্কর বাবু, বসিয়া আছেন।

হীরালালবাবু মহাসমাদরে চৈতন্যবাবুকে চেয়ারে বসাইলেন এবং পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকদ্বয়কে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের গুণগৌরব ও দানধ্যানের কথা শুনাইয়া, অবশেষে বলিলেন, “বড়ই সুখের বিষয় চৈতন্যচরণ বাবু ‘স্কুলবিল্ডিং ফণ্ডে’ হাজার টাকা ‘ডোনেশন্ দিচ্ছেন।’–না হবে কেন? কত বড় লোকের ছেলে?–টাকা এনেছেন চৈতন্যবাবু?

চৈতন্যচরণ পকেট হইতে এসেন্স সুবাসিত রুমাল বাহির করিয়া, তাহার ভাঁজ খুলিয়া দশ কেতা নোট বাহির করিয়া হীরালাল বাবুর হস্তে প্রদানোদ্যত হইলেন।

হীরালালবাবু বলিলেন, "স্কুল সম্পাদক হরিমাধব বাবু; উঁহাকেই টাকা দিতে পারেন। উনি আপনাকে রসিদ দিবেন। আপনিও দু'ছত্র লিখে দিলে ভাল হয়।

হীরালাল বাবু বলিতে লাগিলেন; চৈতন্য বাবু টেবিলের উপর হইতে কাগজ লইয়া নিজের 'ফাউন্টেন পেন্' দিয়া লিখিলেন,–

"মামুদ নগরের ইংরেজী স্কুলের গৃহ-নির্ম্মাণ-'ফণ্ডে' সাহায্য প্রার্থনা করিয়া, আপনারা আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন; আমি তখন তাড়াতাড়ি আপনাদের কোনও আশা দিতে পারি নাই। আজ আমি আপনাদের স্কুল-গৃহ-নির্ম্মাণের 'ফণ্ডে' আহ্লাদের সহিত হাজার টাকা প্রদান করিলাম। গ্রহণ করিলে বাধিত হইব–শ্রী চৈতন্যচরণ চৌধুরী।"

সম্পাদক-মহাশয়ও যথারীতি রসিদ দিলেন।

চৈতন্যবাবু খয়রাত শেষ করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলে, হীরালাল বাবু বলিলেন, "কেমন আপনাদের দু' হাজার টাকার মধ্যে হাজার টাকা পেলেন ত–আর এক হাজারও শীঘ্র পাবেন।"

BANGLADARSHAN.COM

নির্দ্দিষ্ট দিনে চৈতন্যবাবুর মামলা উঠিল। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অপরাধ প্রমাণিত হইল না। নায়েব পঞ্চু বিশ্বাস, অপরাধী প্রতিপন্ন হওয়ায়, তাহার পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হইল।

এই মামলার অল্পদিন পরে হীরালাল বাবু মফঃস্বল তদারক উপলক্ষে দধিহাটী গিয়া তাম্বু ফেলিলেন; এবং সেই দিনই অপরাহ্নে বেড়াইতে বেড়াইতে চৈতন্যবাবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

চৈতন্যবাবু কোনও দিন প্রত্যাশা করেন নাই যে, ডেপুটীবাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার গৃহে আসিবেন। তিনি মহকুমার কর্ত্তাকে কোথায় বসাইবেন, কিরূপে তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না।

হীরালাল বাবু তাঁহাকে ভয়ে তটস্থ দেখিয়া মধুর সম্ভাষণে তাঁহার আতঙ্ক দূর করিলেন। চৈতন্যবাবু বলিলেন, "হুজুরের কাছে আমি বড়ই অপরাধী হইয়া আছি।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "কিছু না। এজলাসের বাহিরে তুমিও যা, আমিও তাই। বাপুহে, হাকিমী করিতে গেলে কি সকল সময় আত্মীয়তা-বন্ধুত্ব বজায় রাখা চলে?"

চৈতন্য বাবু সাহস পাইয়া বলিলেন, "তা বটে, কিন্তু আপনি আর একটু হলেই ত আমাকে হাজতে পুরে ছিলেন! ভাগ্যে দেশের কাজে কিছু সাহায্য কর্‌তে পেরেছিলাম–তাই। কিন্তু এখনও গ্রামের লোকের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা হয়।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, “বিলক্ষণ! তুমি কি মনে করেছ, আমি তোমাকে সত্য সত্যই হাজতে দিতাম? রাধামাধব! ওটা কেবল প্রেমারার তাড়া, কাজ নেবার জন্যে ওটা যে চাই-ই।”

চৈতন্য বাবু বলিলেন, “লোকে ত তা বোঝে না; তারা বলে, ডেপুটীবাবু জমিদার-বেটার উপর হাড়ে চটা, সেখানে ‘টুঁ ফুঁ’ করবার যো নেই। এমন কি, সেই সাহসে প্রজারা এতদূর বেড়ে উঠেছে যে, তারা আমাকে গ্রাহ্য করতেই চাচ্ছে না। আমি মনে কর্‌ছি, আর বাড়ীতে বাস কর্‌বো না। কল্‌কাতায় বাসা করে থাক্‌বো।”

হীরালাল বাবু বলিলেন, “আরে রাম, একি একটা কাজের কথা? তুমি কল্‌কাতায় গিয়ে আস্তানা ফেল্‌বে, এদিকে তোমার পৈত্রিক ভিটায় শ্যাল-কুকুর চরবে, পূজোর দালানে ছুঁচো-চাম্‌চিকের বাসা হবে! এ সকল কথা থাক। তোমার টম্‌টম্‌ জুততে বল। চল একটু বেড়িয়ে আসি।”

চৈতন্য বাবুকে সঙ্গে লইয়া হীরালাল বাবু টম্‌টমে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং গাড়ীতে উঠিয়া এমন হাসি-গল্প আরম্ভ করিলেন যে, গ্রামের সকল লোক বুঝিল, চৈতন্য বাবুর সহিত হাকিমের গলায় গলায় ভাব! দুই চার দিনের মধ্যেই চৈতন্য বাবু পল্লী-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন, তাঁহার মনোবেদনা দূর হইল।

মহাসমারোহে নুতন স্কুলগৃহ নির্ম্মিত হইতে লাগিল; কিন্তু তখনও হাজার টাকার অভাব! স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ডেপুটী বাবুকে তাঁহার অঙ্গীকার স্মরণ করাইয়া দিলেন; হীরালাল বাবু ‘দাও’ খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু হঠাৎ কোনও উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

BANGLADARSHAN.COM

পূজার পর একদিন সুবলপুরের সুবিখ্যাত বণিক্‌ হারাধন সাহা হীরালাল বাবুর কুঠিতে আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন, “৩রা অগ্রহায়ণ তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ। হুজুর যদি এই উপলক্ষে একবার তাঁহার গৃহে পদধুলি দান না করেন, তাহা হইলে বড়ই মনস্তাপের বিষয় হইবে।”

হারাধন সাহা জাতিতে ‘সৌ’; কিন্তু উচ্চকুলোদ্ভব না হইলেও মহকুমার মধ্যে এত বড় ধনী মহাজন আর দ্বিতীয় ছিল না। ষোলটি বিভিন্ন স্থানে তাঁহার মোকাম। এমন দিন ছিল না, যে দিন তিনচারিখানি নৌকা মাল বোঝাই হইয়া, তাঁহার সদর মোকামে না আসিত। তাঁহার জমিদারীর আয়ও বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকার কম নহে।

হারাধন সাহা নিষ্ঠাবান্‌ হিন্দু, দেবদ্বিজে তাঁহার অচলা ভক্তি; তাঁহার চালচলনও অত্যন্ত সাদাসিধা। এত বড় লোক কিন্তু কেহ কোনও দিন তাঁহাকে ঘড়ি-চেন দূরের কথা, এক জোড়া মোজা বা একটা গঞ্জি ব্যবহার করিতেও দেখে নাই। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামধন বাবুই বৈষয়িক কাজকর্ম্ম দেখিতেন; তিনি পূজার্চ্চনা, অতিথিসেবা, দানধ্যানেই কালাতিপাত করিতেন।

অধিক বয়সে হারাধন দ্বিতীয় সংসার করিয়াছিলেন; প্রথম পক্ষের ঐ একটি মাত্র পুত্র, সংসারের সর্ব্বময় কর্ত্তা। দ্বিতীয় পক্ষে, সৌদামিনী তাঁহার প্রথমা কন্যা। এই কন্যার বিবাহে তিনি পচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। দুই মাস পূর্ব্ব হইতেই সুবলপুরে উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল।

হারাধন সেকেলে লোক, হাকিম শ্রেণীকে তিনি বড় ভয় করিয়া চলিতেন; এবং সাহেব-সুবোর সহিত কোনও কারণে দেখাসাক্ষাৎ করিতে তাঁহার হৃৎকম্প হইত। কিন্তু তাঁহার হিতৈষিবর্গ, বিশেষতঃ মহকুমার প্রবীণ উকিল তাঁহার পরম শ্রদ্ধাভাজন সুহৃদ্ দুর্গাশঙ্কর বাবু, তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন, এত বড় সমারোহকাণ্ডে মহকুমার কর্ত্তাকে নিমন্ত্রণ না করিলে, বড়ই দোষের কথা হইবে। আর হীরালাল বাবুর সহিত তাঁহার বেশ সদ্ভাবও ছিল; সুতরাং হারাধনকে সর্ব্বাগ্রে হীরালাল বাবুর নিকটেই আসিতে হইল।

হীরালাল বাবু বলিলেন, "তুমি টাকার মানুষ, তোমার লোকজনেরও অভাব নাই; আমি গিয়া আর তোমার কি উপকার করিব?"

হারাধন বলিল, "বিলক্ষণ! আমি মূর্খ লোক, দুটাকা খরচ করিতে পারিব বটে, কিন্তু কি করিলে সৌষ্ঠব হয়, লোক-নিন্দা না হয়, নির্ব্বিঘ্নে এ দায় থেকে উদ্ধার হইতে পারি, তা আপনি না দেখিলে আর কে দেখিবে? বিবাহের তিন-চার দিন আগে আপনাকে যাইতেই হইবে। আপনি গিয়া না দাঁড়াইলে—সকল ব্যবস্থা স্থির না করিলে—বিবাহই হইবে না।"

হীরালাল বাবু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সে আর শক্ত কথা কি? আমি যাব। তবে আমার হাতে বিস্তর কাজ, বেশী আগে যাইতে পারিব না। তা তোমার কোনও চিন্তা নাই—শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নেই শেষ হইবে; আমি বিবাহের পূর্ব্বদিন তোমাদের গ্রামে উপস্থিত হইব।"

BANGLADARSHAN.COM

"হুজুরের পায়ের ধূলো পড়িলেই আমি চরিতার্থ হইব। হুজুরের অনুগ্রহ; আমার সাধ্য কি এ গরীবের বাড়ী হুজুরকে নিয়ে যাই। ইত্যাদি মামুলী বিনয় প্রকাশ করিয়া, হারাধন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

॥আট॥

৩রা অগ্রহায়ণ রবিবার হারাধনের কন্যার বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। রাজসাহী জেলার কোনও জমিদারপুত্রের সহিত বিবাহ। বরপক্ষ, কন্যাপক্ষ, উভয়েই ধনবান। সুতরাং কোনও পক্ষেই সমারোহের ত্রুটি হইল না। দূরের বিবাহ বলিয়া, ২রা অগ্রহায়ণ মধ্যাহ্নে বর ও শতাধিক বরযাত্রী লইয়া বরকর্ত্তা সুবলপুরে উপস্থিত হইলেন। হারাধনের প্রকাণ্ড গোলাবাড়ীতে তাঁহাদের বাসের ব্যবস্থা করা হইল। হাতী, ঘোড়া, পাল্কী, গরুর গাড়ি, ঢুলি, বাদ্যকর, চোপদার, আরদালী, বরকন্দাজ, বেহারা, মসালচি প্রভৃতির সমাগমে ক্ষুদ্র সুবলপুর গ্রাম সরগরম হইয়া উঠিল। এমন সমারোহের বিবাহ এ অঞ্চলে কেহ কখনও দেখে নাই। আত্মীয় কুটুম্ব ও ভদ্রাভদ্র দুই সহস্রাধিক লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছিল; অনাহুত, রবাহুত, ভিখারী-কাঙ্গালীর সংখ্যা তাহার দ্বিগুণ! বিবাহের পনের দিন পূর্ব্ব হইতে সাহাজির বাড়ী 'ভিয়'ন' আরম্ভ হইয়াছিল। সাতটি পুষ্পরিণীর মৎস মহলে দারুণ বিভীষিকা সঞ্চার হইয়াছিল।

চতুর্দ্দিকের বিশখানি গ্রামের গোয়ালারা দধি, ক্ষীর, ছানা, ঘৃত প্রভৃতি গব্যদ্রব্যের বায়না লইয়া, সাহাসদনে নিরন্তর যাতায়াত করিতেছিল।

বিবাহের পূর্ব্ব দিন এক প্রহরের সময় সুবলপুরের নদীতীরবর্ত্তী মাঠে ডেপুটী বাবুর তাম্বু পড়িল। হীরালাল বাবু হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সুবলপুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিলেন। হাকিম আসিয়াছেন, সংবাদ পাইয়া, হারাধন স্বয়ং তাঁহার তাম্বুতে আসিয়া শিষ্টাচার-প্রদর্শনের চূড়ান্ত করিলেন। হারাধনের আয়োজন দেখিয়া, হীরালাল বাবু বিস্মিত হইলেন। আহারাদির পর বিশ্রাম করিয়া, হীরালাল বাবু হারাধনের গৃহে পদধূলি দিয়া, তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে চলিলেন।

হীরালাল বাবু দেখিলেন, হারাধনের প্রকাণ্ড অট্টালিকা আত্মীয়কুটুম্ব ও অভ্যাগত বন্ধুবান্ধব, কর্ম্মচারী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ; চারিদিকে আনন্দের হাট বসিয়া গিয়াছে। হাকিম আসিয়াছেন, পদরজঃ দানে গৃহ পবিত্র করিয়াছেন, বৃদ্ধ হারাধনের আর আনন্দ ধরে না! তিনি ভক্তিভরে হীরালাল বাবুর পদস্পর্শ করিয়া 'বুটের' ধূলা গ্রহণ করিলেন; দেখাদেখি অনেকেই কুলীন ব্রাহ্মণের শিরোমণি হীরালাল বাবুর চরণে মস্তক নত করিল। হীরালাল বাবু যেন তাহাদের কত আত্মীয়, তাহাদের সঙ্গে তাঁহার যেন কত দিনের পরিচয়, এইভাবে তাহাদের সাদর-সম্ভাষণ করিলেন এবং কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বর-পক্ষের বাসায় চলিলেন।

হারাধন গরদের দোব্‌জাখানি ঘাড়ে ফেলিয়া হুজুরের সঙ্গে সঙ্গে বরকর্ত্তা তাঁহার 'বেয়াই মশায়ের'র সহিত হাকিমের পরিচয় করাইয়া দিতে চলিলেন। আধ ঘণ্টার মধ্যেই বরের পিতা জমীদার শ্রীনারায়ণ বাবু ও মান্যগণ্য বরযাত্রীদের সহিত হীরালাল বাবুর আলাপ হইয়া গেল। হীরালাল বাবুই যেন কন্যাকর্ত্তা! তিনি মিষ্ট হাসিয়া বরকে 'জামাই বাবাজী', বরের পিতাকে 'ব্যাই মশায়' প্রভৃতি মিষ্ট সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন। বরের মাতুল নবদ্বীপ 'সাউর' সহিত কিঞ্চিত রসিকতা করিলেন; বরযাত্রীদের ঘন ঘন তামাক দেওয়া হইতেছে কি না, সকলে চা পাইয়াছেন কি না, কাহারও কোনও অসুবিধা নাই ত, ইত্যাদি সময়োপযোগী কত কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন! তাহার পর রাত্রি প্রায় নয়টার সময় তাঁহার তাম্বুতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার খাদ্যদ্রব্যাদি পাকের জন্য হারাধন দুইজন পাচক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। হারাধনের বাড়ী হইতে রূপার থালা ও দশটা রূপার বাটী-পূর্ণ নানা জলখাবার আসিল; সোণার গ্লাসে সুমিষ্ট পানীয়, সোণার ডিবায় পান! অভ্যর্থনার বিপুল আয়োজন দেখিয়া তাঁহার মন বড়ই প্রফুল্ল হইল; কিন্তু ভবি ভুলিবার নহে!

BANGLADARSHAN.COM

॥নয়॥

পরদিন বিবাহ। সমস্ত দিন গোলমালে গেল। সকলেই আশা করিয়াছিল, হীরালাল বাবু প্রভাতেই স্নান শেষ করিয়া হারাধনের গৃহে পদার্পণ করিবেন; কিন্তু তিনি আসিলেন না। প্রভাতে তিনি তাম্বু হইতে বাহির পর্যন্ত হইলেন না!

ডেপুটীবাবুর এই ভাব-পরিবর্ত্তনের কারণ কেহ স্থির করিতে পারিল না। হারাধন কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ডেপুটী বাবুর তাম্বু সেখান হইতে প্রায় আধ ক্রোশ দূর; নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে হারাধন হীরালাল বাবুর সহিত দেখা করিতে যাইতে পারিলেন না।

'ক্রিয়া' করিতে বসিয়া হারাধনের হঠাৎ মনে হইল, ডেপুটী বাবুকে সামাজিক হিসাবে নিমন্ত্রণ করা হয় নাই! তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার পুত্র রামধনকে ডাকিয়ে বলিলেন, "একবার ডেপুটী বাবুর তাম্বুতে যা, 'বাচপোৎ' মহাশয়কে সঙ্গে লইয়া যাস্। আজ নিমন্ত্রণ ভিন্ন তিনি ক্রিয়ার বাড়ী আস্‌বেন কেন? সঙ্গে ব্রাহ্মণ না থাক্‌লে তিনি হয়ত নিমন্ত্রণই গ্রহণ করবেন না। দস্তরমত কাজ করা চাই। নানা কাজে তাঁকে আহবান করতে বিলম্ব হয়েছে—একথা জানিয়ে যেন মাফ্ চান। একে ব্রাহ্মণ, তার উপর মহকুমার হাকিম। দেখিস্ যেন কোন ত্রুটি না হয়।"

রামধন বাচপোৎ ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া ডেপুটী বাবুর তাম্বুতে উপস্থিত হইলেন। হীরালাল বাবু তাম্বুর ভিতরে ছিলেন; চাপ্‌রাসী সংবাদ দিল, হুজুরের সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন।

হীরালাল বাবু বলিলেন, "সঙ্গে আর কে আছে?"

চাপ্‌রাসী বলিল, "ফোঁটা-তিলক-কাটা টিকিওয়ালা এক ঠাকুর।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "আচ্ছা, সে বাহিরে থাকিলেও ক্ষতি নাই; রামধনকে ডাকিয়া আন্।"

BANGLADARSHAN.COM

রামধনও হাকিমদের বাঘের মত ভয় করিতেন। একাকী ব্যাঘ্রগুহায় প্রবেশ করিতে তাঁহার পা সরিতেছিল না! তিনি একবার কাতর দৃষ্টিতে বাচপোৎ ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিলেন, কিন্তু চাপ্‌রাসী তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া একটু বাঁকা সুরে বলিল, "বাবু, আপনি চলো ও ঠাকুরকো হুজুরের সাম্‌নে লিয়া জানেকো হুকুম নেই।" সময় বুঝিয়া বকাউল্লা চাপ্‌রাসী আজ 'আধ্‌বাঙ্গলা পৌন খাট্টা'য় তাহার চাপ্‌রাসের মর্য্যাদা দেখাইতে কুণ্ঠিত হইল না।

রামধন তাম্বুর ভিতর প্রবেশ করিয়া হীরালাল বাবুর সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া প্রণাম করিলেন। হীরালাল বাবু তাঁহার এ সুদীর্ঘ অভিবাদন আমলে না আনিয়া, বক্র দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?"—রামধনকে বসিতে বলাও তিনি আবশ্যক মনে করিলেন না!

রামধন বলিলেন, "আজ আমার ভগিনীর বিবাহ; কর্ত্তা বলছিলেন, আজ এ গরীবদের বাড়ী হুজুরদের পায়ের ধূলো পড়ে নি, তাই—" নিমন্ত্রণের কথা বলিতে রামধনের মুখে বাধিয়া গেল।

তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া ডেপুটী বাবু বলিলেন, "ওঃ! আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছ? তা তোমার বাবা কোথায়? তিনি বুঝি ছেলে পাঠিয়ে দায় সারতে চান? খুব ভদ্রতা যা হোক! আমি আর ঘণ্টা খানেক পরেই সদরে ফিরে যাচ্ছি। সরকারের কোনও প্রজার—তা সে যতই পয়সাওয়ালা লোক হোক—তার মেয়ের বিয়েতে মোড়লী করবার জন্যে গবর্মেন্ট আমাকে চাকরীতে বাহাল রাখেন নি।"

ডেপুটী বাবুর মুখে বাঁকা কথা শুনিয়া রামধনের মুখ চূণ হইয়া গেল; তিনি ভীতিবিহ্বল স্বরে বলিলেন, “বাবা ক্রিয়ায় বসেছেন, তাই তিনি হুজুরের এতলা দিতে আস্‌তে পারেন নি। হুজুর আমাদের মা-বাপ, আমাদের কসুর মাফ্‌ করতে আজ্ঞা হোক।”

হীরালাল বাবু বলিলেন, “সামাজিক শিষ্টাচার—সামাজিক লৌকিকতা—এ সকল আলাদা জিনিস; তুমি ছেলেমানুষ,—এ সকলের মর্ম্ম কিরূপে বুঝবে?—আমি আর দু’ঘণ্টা এখানে আছি,—যাও তোমার বাপকে এখানে পাঠিয়ে দেওগে। তাঁকে বলবে—দু’ঘণ্টার মধ্যে যদি তাঁর এখানে আস্‌বার ফুসরৎ না হয়,—তা হলে এখানে আর দেখা হবে না।”

রামধন বুঝিলেন ‘যঃ পলায়তি স জীবতি’; তিনি, আর ব্যাঘ্রগহ্বরে মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না করিয়া, তাম্বুর বাহিরে আসিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

পথে যাইতে যাইতে বাচপোৎ ঠাকুর রামধনের নিকট ডেপুটী বাবুর আলাপের মর্ম্ম অবগত হইয়া গম্ভীর ভাবে বলিলেন,

“বিশ্বাসং নৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ।”

BANGLADARSHAN.COM

॥দশ॥

কিন্তু সংসার-ধর্ম্ম করিতে হইলে বিশ্বাস না করিয়া উপায় নাই। পুত্রের মুখে সকল কথা শুনিয়া হারাধন সাহাজির মাথা ঘুরিয়া গেল! তিনি কোন রকমে ‘ক্রিয়া’ শেষ করিয়া, ডেপুটী বাবুর তাম্বুর দিকে ছুটিলেন।

হারাধনকে ব্যস্তভাবে আসিতে দেখিয়া হীরালাল বাবু চেয়ারে খুব গম্ভীর হইয়া বসিলেন। চাপরাসী যে টুলখানিতে বসিয়া তাম্বুর বাহিরে পাহারা দিতে ঢুলিত এবং ছারপোকার ফৌজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ক্রমাগত ‘উঃ-আঃ’ করিয়া দংশন-যন্ত্রণা ব্যক্ত করিত, হীরালাল বাবুর আদেশে সেই টুলখানি তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলে, হারাধন তাহাতে উপবেশন করিলেন।

হীরালাল বাবু মুখ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “বাড়ীতে বিয়ে, এক মুহূর্ত্ত অবকাশ নাই; এ সময় হঠাৎ তুমি এখানে?”

হারাধন বলিলেন, “হুজুর তলপ দিয়েছেন!”

হীরালাল বাবু আকাশ হইতে পরিয়া বলিলেন, “আমি?—রামঃ! আমিত ক্ষেপিনি, যে তোমার এই কাজের মধ্যে তোমাকে ডেকে পাঠাব! তোমার ছেলে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছিল, তাই তাকে বলেছিলাম ‘তুমি ছেলে

মানুষ, সামাজিক লৌকিকতার মর্ম্ম কি বুঝিবে? তোমার বাবার একবার আসা উচিত ছিল।' সামাজিক কাজে তোমার কোনও ত্রুটি থাকে, এটাত দেখ্‌তে শুন্‌তে ভাল নয়।"

হারাধন মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "হেঁ, হেঁ, তাত বটেই। আমার দুর্নাম হ'লে তাতে হুজুরেরই দুর্নাম। খবর পেয়েই আমি ছুটে আস্‌ছি।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "এসেছ ভালই করেছ দেখেশুনে কাজকর্ম্ম শেষ কোরো, যেন কোনও বিষয়ে অপযশ না হয়; আমি ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সদরে যাচ্ছি, জরুরী কাজ আছে।"

হারাধন বলিলেন, "হুজুর এমন আদেশ করবেন না। হুজুর ছাঁদ্‌লা তলায় উপস্থিত থেকে মেয়েটার বিয়ে না দিলে, বিয়েই নামঞ্জুর! দশখানা গ্রামের লোক জানে, এ বিবাহে হুজুরই কন্যাকর্ত্তা; আজ যদি হুজুর সব ফেলে রেখে হঠাৎ চলে যান তা হ'লে বিয়ের মজলিসে আমার মাথা কাটা যাবে; আমি আর কাকেও মুখ দেখাতে পারবো না।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "তফাৎ তফাৎ থেকে যতটুকু পারা যায়, আমি তার ত্রুটি করিনি; কিন্তু তোমার সামাজিক কাজে আমি কি করে যোগ দিই বল দেখি! তুমি 'সৌ' লোক, আর আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, নৈকষ্য কুলীন। আমাদের সমাজের শাসন বড় কঠিন। তোমাদের সামাজিক ব্যাপারে আমার যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। দেখ, হারাধন, একথা তোমাকে জানাতে আমার বড়ই দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু উপায় নাই।"

BANGLADARSHAN.COM

হারাধন কাতরভাবে বলিলেন, "কোনও উপায় কি নাই হুজুর? আমার বাড়ীতে এ দিগরের ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের পায়ের ধূলো পড়্‌বে; কেবল কি হুজুরেরই অকৃপা হবে?"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "তাদের কথা ছেড়ে দাও, হারাধন—তাদের কথা ছেড়ে দাও। আমি ফলারে বামুন নই, আতপ-চা'ল-কাঁচকলা-ভোজী পুরুতও নই, যে দু-পাঁচ টাকা ভোজন-দাক্ষিণা পেলেই ফলারে বসে যাব! তবে তুমি যদি আমার উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতে পার—তাহ'লে না হয় চোককান বুজে তোমার বাড়ী গিয়ে দাঁড়াই। তা, এত টাকা তোমাকে অপব্যয় কর্‌তে পরামর্শ দিই না। বেলা শেষ হলো—যাও, এখানে তুমি দেরী কর্‌লে, কাজ-কর্ম্মের বিস্তর ক্ষতি হবে।

হারাধন সে কথা কাণে না তুলিয়া বলিলেন, "হুজুরের কৌলিন্যমর্য্যাদা কত টাকা দিতে হবে—হুকুম করুন; তাই দেব; আপনি একবার না দাঁড়ালে হবে না হুজুর!"

হীরালাল বাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আরে, সে দুই-একশত টাকার কাজ নয়! আমার কোনও পুরুষে শূদ্রের দানগ্রহণ করেন নি—শূদ্রের সামাজিক ব্যাপারে যোগ দেওয়া ত দূরের কথা! তা দেখ, যদি হাজার খানেক টাকা আমার মর্য্যাদা দিতে পার—তা হ'লে না হয়, একবার গিয়ে দাঁড়াই। পেটে খেলে পিঠে সয়।"

মহকুমার হাকিম, তাহার উপর ব্রাহ্মণ–নৈকষ্য-কুলীন! তাঁহার মর্য্যাদার পরিমাণ লইয়া দোকানদারী করিতে হারাধনের সাহস হইল না। তিনি মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তাহাই হবে হুজুর!–আপনি একবার গা-তুল্‌লে, আমার সকল কষ্ট দূর হবে।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "তবে এক কাজ কর; তোমার গোমস্তাকে এক খান চিরকুট্ লিখে দাও, সে যেন হাজার টাকার তোড়া নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে হাজির হয়। সে আস্‌তে আস্‌তে আমরা হাতের কাজ শেষ করি।"

হারাধন বুঝিলেন–হাকিম তাঁহাট অঙ্গীকারে নির্ভর করিতে রাজী নহেন; টাকাটা আগে চান। অগত্যা হারাধন গোমস্তাকে একখানি রোকা লিখিয়া দিলেন। হীরালাল বাবুর চাপ্‌রাসী সেই রোকা লইয়া প্রস্থান করিল। আধঘণ্টার মধ্যেই হারাধনের গোমস্তা রাধিকানাথ সাহা হাজার টাকার এক তোড়া লইয়া প্রভুর হস্তে প্রদান করিল।

হীরালাল বাবুর আর কোনও আপত্তি রহিল না। তিনি তাঁহার টম্‌টমে উঠিয়া, হারাধনকে তাঁহার পাশে বসাইয়া, হারাধনের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বিবাহের সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া, এমন কি, ঢুলি-বাদ্যকর-বেহারা-দিগের আহারাদিরও সুব্যবস্থা করিয়া, যখন তিনি তাম্বুতে ফিরিলেন, তখন পূর্বদিক ফরসা হইয়াছে।

পরদিন হীরালাল বাবু মহকুমায় ফিরিয়া, স্কুল-কমিটীর সম্পাদকের হস্তে হাজার টাকার সেই তোড়াটি দিয়া বলিলেন, "আপনারা আমার প্রতিশ্রুত দুই হাজার টাকাই পাইলেন। শীঘ্র শীঘ্র কাজ শেষ করুন; কালেক্টর সাহেবকে দিয়া স্কুল 'ওপন' করাইতে হইবে।"

BANGLADARSHAN.COM

কয়েকদিন পরে, কলিকাতার ইংরেজী-বাঙ্গালা সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল, "সুবলপুরের সুবিখ্যাত জমীদার ও মহাজন শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন সাহা তাঁহার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে মামুদনগর উচ্চ-শ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়-নির্ম্মাণের জন্য এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এজন্য স্কুল-কমিটী উক্ত সাহা মহাশয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়াছেন। ধনকুবের হারাধন বাবু দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া এইরূপে দেশের সেবা করুন।"

এই সংবাদ প্রকাশিত হইবার পর, দুই-এক সপ্তাহ অতীত না হইতেই, দেশের সেবার এত সুযোগ তাঁহার স্কন্ধে আসিয়া চাপিল যে, তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে হইল। কোথাও লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইবে, চাঁদা দাও। কোথাও জলকষ্ট উপস্থিত, ইঁদারা কাটাইতে হইবে, চাঁদা দাও; কাহারও কন্যাদায়, চাঁদা দাও; কোথাও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইবে, চাঁদা চাই!

চাঁদার তাড়ায় বিব্রত হইয়া, হারাধন অবশেষে মহকুমায় আসিয়া হীরালাল বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "হুজুর, আপনাকে হাজার টাকা মর্য্যাদা দিয়া আমার যে নাকালের সীমা নাই! গত এক সপ্তাহে আমি ৭০ খানি চাঁদার চিঠি পাইয়াছি। অনেকে চাঁদার খাতা লইয়া আমার মোকামে পর্য্যন্ত চড়াও করিতেছে।"

হীরালাল বাবু বলিলেন, "দাতা বলিয়া তোমার খুব নাম বাহির হইয়াছে–এ মন্দ কি?–তুমি দিন কত এখন গাঢাকা দাও; না হয়, দিন কত তীর্থভ্রমণ করিয়া এসো। কেহ চাঁদার জন্য চড়াও করিলে গোমস্তাকে শিখাইয়া রাখ, সে যেন বলে, 'কর্ত্তা সাংঘাতিক কাহিল।–এখন তাঁহার নিকট চাঁদার কথা উত্থাপন করিবার উপায় নাই।"

হারাধনকে অবশেষে কাশীধামে যাত্রা করিতে হইল।

কার্য্যদক্ষতার পুরস্কারস্বরূপ, হীরালাল বাবু উচ্চতর পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন—মামুদনগরের অধিবাসীরা তাঁহার বদলীতে অত্যন্ত ক্ষুন্ন হইলেন; কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষুন্ন হইলেন, জমীদার চৈতন্যচরণ ও হারাধন সাহা। তাঁহারা আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “এমন প্রজারক্ষক পরোপকারী হাকিম আর এ মহকুমায় আসিবেন না। তিনিই আমাদের প্রধান মুরুব্বি ছিলেন।”

মামুদনগরের দাতব্য চিকিৎসালয়টির জন্য একটা পাকা ইমারত নির্ম্মাণ করাইবেন, হীরালাল বাবুর এইরূপ সঙ্কল্প ছিল; কিন্তু তাঁহার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে মামুদনগরের নিকট চিরবিদায় লইতে হইল।

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥